দুর্নীতি দমন কমিশনের মাসিক প্রকাশনা

দুদক বার্তা

- ৮ম বর্ষ
- ২৬ তম সংখ্যা
- এপ্রিল ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
- বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সরকারি সম্পত্তি দখল করেন এমন অভিযোগ প্রায়শই দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬-এ আসে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখিত অভিযোগও আসে। পাহাড় দখল, নদী দখল, বনবিভাগের জমি, রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ, গণপূর্ত বিভাগের সম্পত্তি দখলের অভিযোগ পত্র-পত্রিকায়ও আসে। এসব সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে দুদক শতাধিক অভিযান পরিচালনা করেছে। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় অপদখলকৃত অনেক সম্পত্তি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এ প্রসঙ্গে বলেন, যে সকল দুর্নীতিবাজ সরকারি সম্পদ অবৈধভাবে দখল করে ভোগদখল করছেন, নদী দখল করেছেন, লুটপাট করে সম্পত্তি গ্রাস করেছেন, এসব জনগণের সম্পত্তি ত্যাগ করুন। নইলে আপনাদের জন্য কঠোর পরিণতি অপেক্ষা করছে। দুদক চেয়ারম্যান বলেন, গণপূর্ত, সড়ক ও জনপথ, বাংলাদেশ রেলওয়ে কিংবা বনবিভাগের সম্পত্তি দখল করে রেস্ট হাউজ বানিয়েছেন। নিয়ম অনুযায়ী সরকারের সম্পত্তি সরকারের নিকট সমর্পণ করুন। নইলে কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে।

দুদক চেয়ারম্যানের এই বক্তব্য এবং সরকারি সম্পত্তি উদ্ধারে কমিশনের কর্মপ্রয়াস একই সূত্রে গাঁথা। সরকারি সম্পত্তি অবৈধভাবে ভোগ দখলে রাখা দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ। এ অপরাধ দমনে কমিশন আইনি ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। তাই যে বা যারা এখনও অবৈধভাবে সরকারি সম্পত্তি ভোগ দখলে রেখেছেন তারা এসব সম্পত্তি ত্যাগ করুন। নইলে আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতেই হবে।

এদেশে বার বার সরকারি সম্পত্তি দখলকারীদের উচ্ছেদ করা হয়, কিছু দিন পরেই আবার তা অপদখলে চলে যায়। এই ইঁদুর-বিড়াল খেলা চিরতরে বন্ধ করতে হবে। স্ব-স্ব সংস্থার সম্পত্তি সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা তাদের আইনি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে ন্যূনতম শৈথিল্য কাম্য হতে পারে না। তাই সরকারি সংস্থায় যারা কর্মে নিযুক্ত রয়েছেন, নিজ সংস্থার সম্পত্তি রক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন এটাই কমিশন প্রত্যাশা করে।

এক নজরে

- সম্পাদকীয়
- হটলাইনভিত্তিক অভিযান
- গ্রেফতার
- বিচার ও দণ্ড
- উল্লেখযোগ্য মামলা

১০৬
নম্বরে ফি কল করুন